স্নাতক (সাম্মানিক) পরীক্ষা ২০১৬
সাম্মানিক বাংলা
সেমেস্টার : ১ কোর্স : ২ (H-2)
(ছন্দ ও অলংকার)

সময় : ৩ ঘণ্টা **পূর্ণমান : ৪০**

প্রশ্নের মান দক্ষিণ প্রান্তে উল্লিখিত

প্রতিটি একক থেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

একক - ১

১। উপযুক্ত উদাহরণসহ বাংলা মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরো। ১০

অথবা

২। বাংলা কলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন এবং বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করো। ১০

অথবা

৩। উপযুক্ত উদাহরণসহ বাংলা দলবৃত্তরীতির উদ্ভব এবং প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দাও। ১০

একক - ২

৪। বাংলা ছন্দে ধ্বনিসংঘাত ও ছন্দসন্ধি কীভাবে ঘটে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ১০

অথবা

৫। সংস্কৃত পঞ্চচামর এবং ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে এই দুটি ছন্দ বাংলায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখাও। ১০

অথবা

৬। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দ-পঙ্‌ক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো। ১০

৭। যে-কোনো **দুটি** পদ্যাংশের ছন্দোলিপি প্রস্তুত করো : ২×৩=৬

(ক) সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

(খ) দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়
প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে
চির-কল্লোলময়।
স্নেহসুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর
প্রতি দিবসের কাজে।

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(গ) নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।
আর শুধু মাটি নয়, শস্য নয়,
নয় শুধু ভার,
আর এক বিদ্রোহী ধিক্কার–
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ।

(ঘ) মুক্তি এবার চাইব না মা, বলব না মা, সন্ধি করো;
এবার তোমার পাষাণ কারায় আমায় তুমি বন্দী করো।
অধীর প্রাণের অসুরটাকে
জড়াও শিকল পাকে পাকে,
তোমার কঠিন বন্ধনে মা, আমার সকল শক্তি হরো।

একক - ৩

৮। উদাহরণসহ যে-কোনো **দু-জোড়া** অলংকারের তুলনা করো: ২×৪=৮
(ক) যমক ও শ্লেষ (খ) মালোপমা ও উল্লেখ (গ) রূপক ও অপহ্নুতি (ঘ) উৎপ্রেক্ষা ও সন্দেহ

৯। যে-কোনো **তিনটি** দৃষ্টান্তের অলংকার নির্ণয় করো: ৩×২=৬

(ক) ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।

(খ) বসিলা যুবতী
পদতলে আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জলিল।

(গ) এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত
ফেন-হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।

(ঘ) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছ ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

(ঙ) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

(চ) স্থির জলে নাহি সাড়া
পাতাগুলি গতিহারা।